بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা ২০২৩ সফলভাবে উদযাপনের প্রেক্ষাপটে খোদা তা'লার ঐশী অনুগ্রহের ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৪ আগস্ট, ২০২৩ ইং তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্য জামা'তের বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এ বছর পূববর্তী বছরগুলোর চেয়ে অধিক উপস্থিতি ছিল। তাই আমরা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন তা যথেষ্ট নয়। এটি তাঁর অপার অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের জলসায় সীমাহীন কৃপা বর্ষণ করেছেন।

আমরা দুর্বল এবং আমাদের সকল কাজ আল্লাহ্র রহমতে হয়। আহমদীয়া জামা'ত প্রতিদিন আল্লাহ্ তাআলার এই নির্দেশনাকে প্রত্যক্ষ করে যে যতই তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতরাজিকে গণনা করতে চাও না কেন তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।

তাই, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যাওয়া উচিত। আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির কাছে মাথা নত করা আমাদের কর্তব্য। যতদিন আমরা এই দায়িত্ব পালন করতে থাকব ততদিন আমাদের পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। তাই ব্যবস্থাপনা ও জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সকলেরই আল্লাহ্ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এরপর আমি কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগের কাজ করার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং অসাধারণভাবে হাসিমুখে সমস্ত কাজ সম্পাদন করেছে।

খাবারের ব্যবস্থাপনায় লাজনাদের মধ্যে যে অভিযোগ উঠত এবার তা প্রায় নেই বললেই চলে।

একইভাবে ট্রাফিক, রান্না, রুটি প্ল্যান্ট, নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সর্বোপরি এমটিএ, যে বিভাগটি একটি নতুন আঙ্গীকে সারা বিশ্বকে জলসার সাথে সংযুক্ত করেছে, যে সকল বিভাগের আমি নাম নিয়েছি বা যাদের নিই নি, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই।

জলসা উপলক্ষ্যে বাইরে থেকে সে সব অতিথি এসেছিলেন তাদের কিছু অভিব্যক্তি তুলে ধরছি।

বুরকিনা ফাসোর একজন চোখের ডাক্তার ও মেডিকেলের অধ্যাপক যিনি প্রথমবারের মতো সালানা জলসায় যোগদান করেছেন তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি তা হলো, হাজার হাজার মানুষ এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে এক নেতাকে কেন্দ্র করে একটি স্থানে সমবেত হয়েছে যাদের প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধ এবং সকলের উদ্দেশ্য এক। জলসার এমন সুশৃঙ্খল ও অসাধারণ ব্যবস্থাপনা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বিষয়।

বেলিজের একজন মেয়রও জলসায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার সমগ্র জীবনে কখনও এমন শান্তিপূর্ণ এবং সহানভুতিশীল মানুষ দেখিনি। আমি যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখেছি তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন যে আমি বিমানবন্দর থেকে জলসা পর্যন্ত সর্বত্র জুড়ে আপনাদের স্লোগান “সবার জন্য ভালবাসা, কারও জন্য ঘৃণা নয়” দেখেছি।

গাম্বিয়ার তথ্যমন্ত্রীও জলসায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সমস্ত ব্যবস্থাপনা দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত বড় সমাবেশে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা বা ঝগড়া-বিবাদের ঘটনা ঘটেনি! তিনি আরো বলেন, জামা’তের সদস্যদের তাদের খলীফার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ব্রাজিলের প্রতিনিধি বলেন, ১১৮টি দেশের মানুষ একত্রে ভ্রাতৃত্বের সাথে বসবাস করা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন আচার-আচরণ, সহানুভূতি, প্রফুল্লতা এবং শ্রদ্ধার সাথে সমস্ত লোকের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেখে খুব ভাল লাগল। অতিথিদের জন্য খুব ভালো পরিবহন ব্যবস্থা ছিল।

স্প্যানিশ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত একজন ভদ্রলোক, যিনি পেশায় একজন ইতিহাসবিদ, বলেন, আজকের যুগে আহমদীয়া জামা’ত দৃঢ়সংকল্প, সাহসিকতা ও প্রচেষ্টার বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছে।

ইতালির এক সাংবাদিক বলেন, জলসার কথা আগেও পড়েছি। কিন্তু জলসায় যোগ দেওয়া ছিল ভিন্ন অভিজ্ঞতা। জলসায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি দেখলাম তা হল নামায।

সেনেগালের একটি অঞ্চলের গভর্নর বলেছেন, আমি এমন পারস্পরিক ভালবাসার আর একটি উদাহরণ অন্য কোথাও দেখিনি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উক্তিগুলো আমার ওপর অনেক প্রভাব ফেলেছিল। জলসায় সবাই নিজের থেকে অন্যদেরকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিল।

কলম্বিয়া থেকে আসা একজন অতিথি বলেছেন, এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, ভ্রাতৃত্ববোধ,

ভালোবাসা, যুগ খলীফার অসাধারণ বক্তৃতা এবং জামা'তের লোকজকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি।

চিলি থেকে তিনজন এসেছিলেন, তারা একটি খ্রিস্টান সংগঠনের প্রতিনিধি ছিলেন। তাদের একজন বললেন, আপনাদের জামা'ত একটি দেহের মতো, যুগ খলীফা হলেন এ দেহের মাথা ও মস্তিষ্ক এবং বাকি জামা'ত হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা মস্তিষ্ক থেকে প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে।

স্পেনের একজন জেরে তবলীগ বন্ধু বলেছেন যে এই জলসায় আমার সাথে রাজাদের চেয়ে বেশি আথিথেয়তা করা হয়েছিল। চল্লিশ হাজারেরও বেশি অতিথিকে আহমদী স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিচর্যা একটি অলৌকিক ঘটনা। অবশ্যই, আমি এই সমাবেশের মাধ্যমে খোদার সাথে সংযুক্ত হয়েছি।

কানাডার একজন পার্লামেন্ট মেম্বার বলেছেন যে জলসায় আসাটা আমার জন্য একটা চমৎকার ব্যাপার ছিল। এই জলসা একজনকে নিজের ধর্মের প্রতি অনুগত থাকতে এবং স্বেচ্ছায় কাজ করতে শেখায়।

কিছু ছাপাখানার মালিক তুরস্ক থেকে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন পরিচালক বলেন, আপনারা যে দক্ষতায় এত বড় জলসার আয়োজন করেছেন তা আমার কাছে বিস্ময়কর। তিনি বলেন আরেকটি বিষয় যা আমাকে অবাক করেছে তা হল আমি এখানে কাউকে ধূমপান করতে দেখিনি।

লাটভিয়ার একজন সমাজকর্মী বলেছেন যে এই জলসা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ দিয়েছে। আমি ফিরে গিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করব এবং আমার জ্ঞান প্রসারিত করার চেষ্টা করব।

যারা টেলিভিশনে জলসা দেখেছেন তাদেরও কিছু মতামত রয়েছে।

কঙ্গো-ব্রাজভিলের একজন খ্রিস্টান অতিথি জলসার সমাপনী অধিবেশন দেখার জন্য সেখানকার জামা'তে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি বলেন, হুযূর (আই.) যা বলেছেন তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে পৃথিবীতে একজন মানুষও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যাবে না। তিনি বলেন ইসলামের খলীফাগণ যেভাবে তাদের প্রজাদের নিয়ে চিন্তা করতেন, আমাদের নেতৃবৃন্দও যদি সেভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন, তাহলে আমাদের পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে।

আইসল্যান্ডের একজন বিশ্ব শান্তি মিশনারি বলেছেন যে আমি যে জামা'তের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের সকল সদস্যই ভদ্র, সর্বদা সেবা করার জন্য প্রস্তুত এবং অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। থাকার ব্যবস্থা খুব উত্তম ছিল।

হাইতির জুডিশিয়ারি পুলিশের একজন প্রতিনিধি। তিনি বলেন, খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসায় যোগ দিয়ে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি।

হুজুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তাআলার রহমতে এভাবে অনেক ঘটনা, অভিব্যক্তি ও মতামত পাওয়া গেছে। আল্লাহ্ তাআলা যেন এই জলসার ফলাফল আহমদীদের জীবনকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে চিরকালের জন্য সংযুক্ত করে দেন। তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হোক এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মিশনের উদ্দেশ্য পূরণ হোক।

একইভাবে, অন্যদের উপরও এর এমন ইতিবাচক প্রভাব থাকা উচিত যা কেবল সাময়িক নয়, প্রতিনিয়ত যেন তাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী হয়।

জলসার কার্যক্রম গণমাধ্যমের মাধ্যমেও দেখা ও শোনা হয়েছে। আফ্রিকার চব্বিশটি টিভি চ্যানেল আমার পূর্ণ বক্তৃতা দেখায় এবং এইভাবে চল্লিশ মিলিয়নেরও বেশি লোক এই বক্তৃতা শুনেছিল। সাংবাদিকদের জন্য একটি মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছিল। যেখানে তেইশ জন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক জলসা শোনেন এবং এভাবে প্রতিদিনের প্রতিবেদন তৈরি করতে থাকেন।

মোট ৭২টি মিডিয়া রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল যা পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। ৪১টি ওয়েবসাইটে জলসার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, যাদের পাঠক সংখ্যা প্রায় ১৯ মিলিয়ন। জলসা সংক্রান্ত পনেরটি নিবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে চৌদ্দটি সংবাদ প্রচারিত হয়। ৩৭টি রেডিও স্টেশনও জলসার সংবাদ প্রচার করেছে।

তাই আল্লাহ্ তাআলা এই জলসাকে সর্বক্ষেত্রে বরকতময় করে তুলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর বিনয়ী এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে সর্বদা নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা- মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল : ১.ফতেহ ইসলাম (ইসলামের বিজয়), ও ২. নামায মুতারজম (অনুবাদ সহ নামায)। দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
04 August 2023
Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in